মার্চ-এপ্রিল ২০১৪

CONNEXION

steering telecom ahead

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে

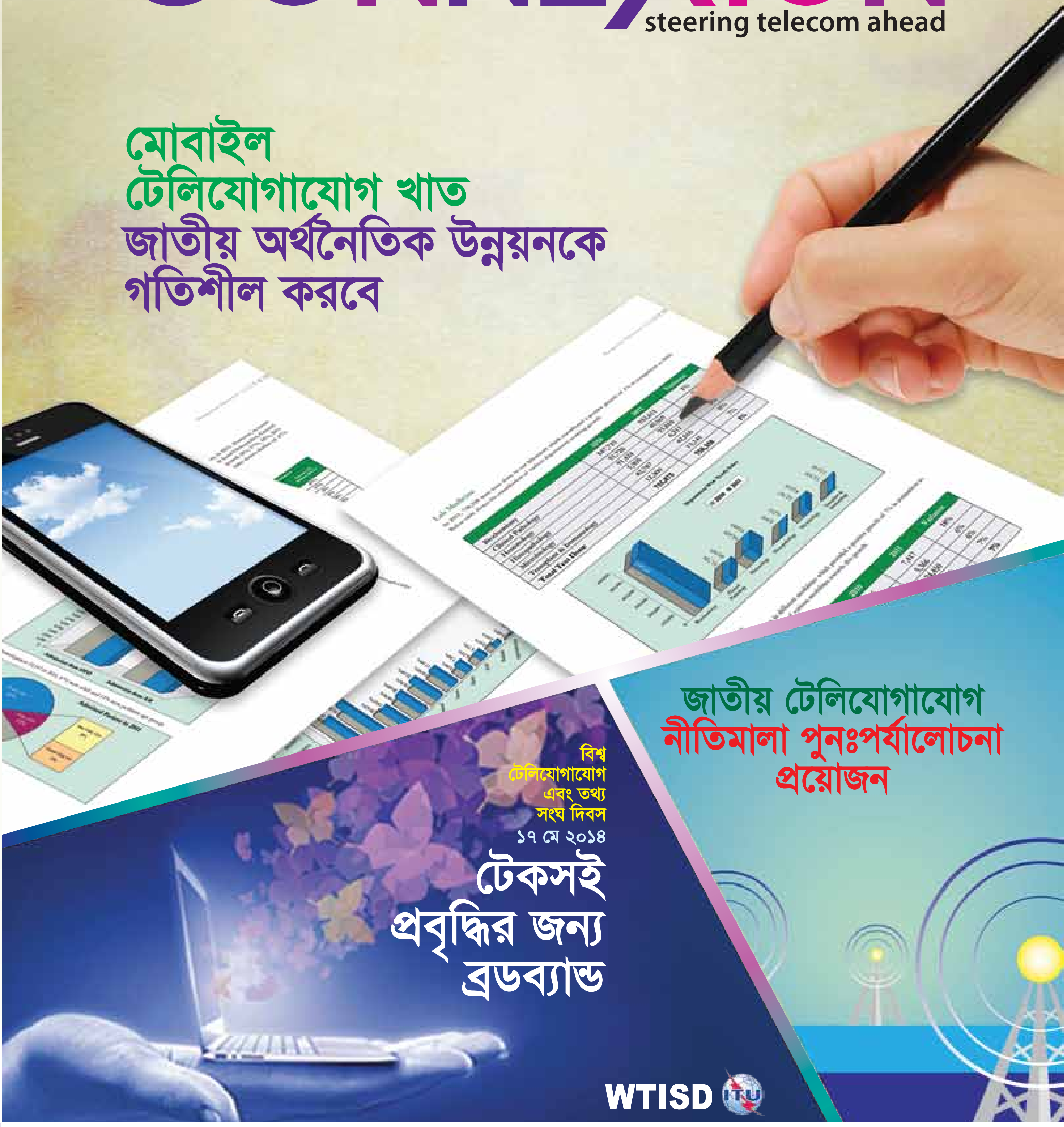

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস
১৭ মে ২০১৪

টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড

WTISD ITU

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

THE VOICE OF BANGLADESH MOBILE TELECOM INDUSTRY

CONNEXION
এমটব-এর দ্বিমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০২, খণ্ড ০২

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
আপনি জানেন কি? সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	০২
মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে	০৩
জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন	১০
টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড ডব্লিউটিআইএসডি ২০১৪	১২
মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪ একটি যুগান্তকারী বৈশ্বিক আয়োজন	১৪
এমটব সদস্যদের কার্যক্রম	১৭
এমটব সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম	২০
এন টি এম সি সেমিনার	২১

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডিরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট করুন–
www.amtob.org.bd | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd

সম্পাদকীয়

সম্পাদকের টেবিল থেকে

প্রারম্ভিক যুগ ছাড়িয়ে আজকের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন, যেখানে চোখের পলকে বিপুল পরিমাণের তথ্য স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। একটি প্রযুক্তি কিভাবে মানব সমাজের জীবনধারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারে তারই অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ। বাংলাদেশের মোবাইল আপারেটররাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নেটওয়ার্ক বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করার সরকারের লক্ষ্যের সাথে মোবাইল অপারেটররা একযোগে কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে এবং পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও জোড়ালো ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বাংলাদেশের প্রচলিত কঠোর করনীতির অধীনে অধিকাংশ মোবাইল আপারেটরই প্রতিবছর নীট লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ কর্পোরেট কর হার এবং সর্বনিম্ন ট্যারিফ হার বাংলাদেশেই বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের কর্পোরেট করের হার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ আর ট্যারিফ হার সর্বনিম্ন। আমরা বিস্ময়ের সাথে উল্লেখ করছি যে, আইপিও অফার করার জন্য এই খাতকে কোনো প্রকার প্রণোদনা দেয়া হয় না।

অনেক বৈদেশিক বিনিয়োগকারী যেমন–সিংটেল, এনটিটি ডোকোমো এবং ওয়ারিদ টেলিকম এদেশে তাদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে এবং এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থা সত্ত্বেও জিডিপি-তে অবদান রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোবাইল আপারেটররা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৬০ শতাংশেরও বেশি আসে মোবাইল আপারেটরদের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত এখনও উদীয়মান পর্যায়ে রয়েছে এবং এই খাতের সামনে এখনও প্রচুর সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখনও টেলিযোগাযোগ খাতের সামনে বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার তৈরি এবং ব্যাপক প্রবৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের প্রস্তাবিত সিম কর প্রত্যাহার জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং নেটওয়ার্ক বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতও আরো গতিশীল হবে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটররা কমপ্লিট নকড্ ডাউন (সিকেডি) শর্তে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি আমদানি করে আসছে। বর্তমানে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এইচএস কোডের অধীনে আমদানিকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাংশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নিজেদের ইচ্ছামতো পৃথক ও পুনঃশ্রেণিবিন্যাস করছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটররা সুপারিশ করেছে যে, বিটিআরসি-এর এনওসি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমদানিকৃত সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ৫ শতাংশ কাস্টমস শুল্কসহ এসআরও সুবিধার আওতাভুক্ত করতে হবে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটররা এনবিআর-এর কাছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করেছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটরদের প্রস্তাবনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করার আশ্বাস দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান। দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের জন্য আমরা একটি সামগ্রিক ও কৌশলগত বাজেটের জোড়ালো আবেদন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি এ খাত-বান্ধব সর্বোত্তম সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করছি যে, বাংলাদেশের অন্যতম গতিশীল খাত হিসেবে দেশের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি)-এর সংশোধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এ খাতটি পরিচালিত হচ্ছে ১৭ বছরের পুরনো নীতিমালা অনুযায়ী। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর উদ্যোগে ১৮৬৫ সালের প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন-এর বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস-এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্রডব্যান্ড অত্যন্ত জরুরি এবং আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোবাইল শিল্পখাতকে তাদের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করবে।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

ক্রিস টোবিট
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

সুপুন বীরসিংহে
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

আপনি জানেন কি?

প্রথম **মোবাইল ফোন** কলটি করা হয় **১৯৭৩** সালে

১৯৭৯ সালে জাপানের এনটিটি **প্রথম বাণিজ্যিক সেলুলার নেটওয়ার্ক** চালু করে

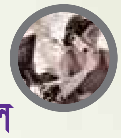

১৯৮১ সালের নরডিক মোবাইল টেলিফোনি ছিল **প্রথম মাল্টিন্যাশনাল সেলুলার নেটওয়ার্ক**

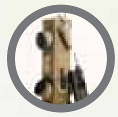

১৯৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাণিজ্যিক মোবাইল ফোন চালু করে **মটোরোলা**

সাইমন পার্সোনাল কমিউনিকেটর ছিল প্রথম 'স্মার্টফোন'। **১৯৯৩** সালে এর ডিজাইন করে আইবিএম যার মূল্য ছিল **৮৯৯ মার্কিন ডলার**

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিশ্বজুড়ে **৭০০ কোটি** মোবাইল ফোন আর **১৫০ কোটি** স্মার্টফোন রয়েছে। ২৩ বছর আগেও যেখানে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র **১ কোটি ২০ লক্ষ**

২০১৩ সালের শুরুর দিকের হিসেব অনুযায়ী যেখানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা **৭১০ কোটি** সেখানে বিশ্বজুড়ে **৩২০ কোটি** মানুষের হাতে **৬৮০ কোটি** মোবাইল রয়েছে

আমরা ইন্টারনেট সময়ের প্রায় **৪০ শতাংশ** ব্যয় করি মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে

১৬০ কোটি ফোনে মোবাইল ব্রডব্যান্ড রয়েছে। বিশ্বব্যাপী **৪১ শতাংশ** পরিবার ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে

নিকট অতীতে যে কয়েকটি খাত অসাধারণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১৭ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশেরও বেশি।

এই প্রবৃদ্ধি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। তারা দেশের প্রতিটি কোণে মোবাইল নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেয়ার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে গেছে; বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে মোবাইল সুবিধা পৌঁছে দিতে করেছে অক্লান্ত পরিশ্রম।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। আমরা সবাই মনে করি যে, স্বল্পমেয়াদী করারোপ সুবিধা সরকারের কোনো লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে না, বরং সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এখন প্রয়োজন সামগ্রিক পদক্ষেপ। টেলিযোগাযোগ খাতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারি হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রস্তাবনার কয়েকটি মূল্যায়ন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মোবাইল গ্রাহকসংখ্যা প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল টেলিযোগাযোগ বাজারগুলির অন্যতম, দেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সর্ববৃহৎ খাত, সরকারি রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এবং দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানকারী খাত হওয়া সত্ত্বেও এই খাত-বান্ধব কোন করনীতি না থাকায় ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে খাতটিকে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জিডিপি-তে ৩.১ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিনিধিত্ব করছে টেলিযোগাযোগ খাত। বাংলাদেশের জিডিপি-তে টেলিযোগাযোগ খাতের অবদানের এই হার এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। যেখানে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানে এর হার ০.৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ১ শতাংশ এবং মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ছিল ১.৮ শতাংশ।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান অংশীদার এবং সরকারের কর রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত। প্রতি ১০০ ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক

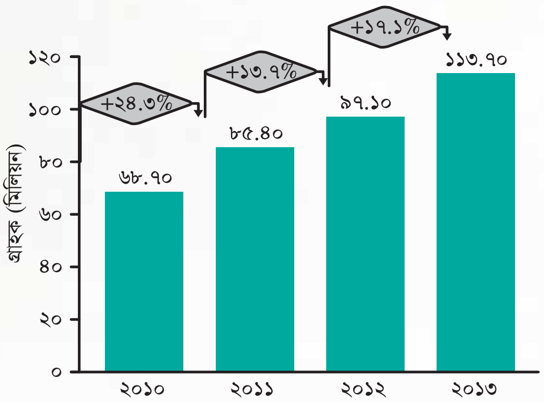

মোবাইল গ্রাহকসংখ্যা প্রবৃদ্ধি

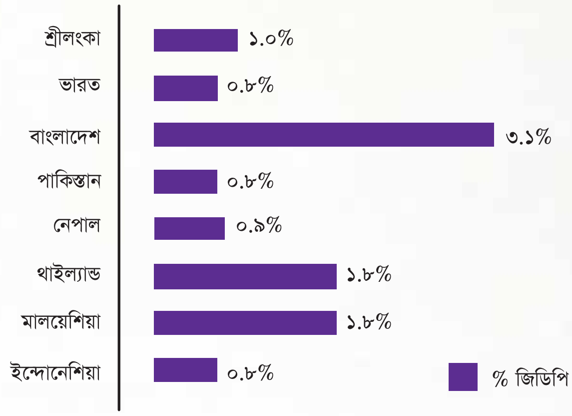

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের জিডিপি-তে অবদান

> **মোবাইল অপারেটরদের প্রতি ১০০ টাকা আয়ের ৫৫ টাকা রাজস্ব আয় হিসেবে সরকারি কোষাগারে যায়**

বিনিয়োগের ৬০ ডলারই আসে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ৭১,৮৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে টেলিযোগাযোগ অপারেটররা।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষনাগাদ মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৬০ লক্ষে পৌঁছেছে, সেই সাথে বর্তমানে দেশের ভৌগলিক এলাকার ৯৫ শতাংশ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ মানুষ মোবাইল যোগাযোগ কভারেজ-এর অধীনে এসেছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দেশের টেলি-ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে যেখানে এর পরিমাণ ছিলো মাত্র ০.৪ শতাংশ।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনেক মোবাইল ব্যহারকারীই এখন একাধিক সিম ব্যবহার করছে এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি (এফএনএফ) অফারের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের হার ৪৫ শতাংশ।

কর ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ফি'র মাধ্যমে মোবাইল ইকোসিস্টেম-এর অবদান

সম্প্রতি জিএসএমএ-এর এক প্রকাশনায় বলা হয়েছে যে, মোবাইল ইকোসিস্টেম সরকারি তহবিল গঠনে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে প্রধান অবদানকারীর ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–মূসক, বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক-সহ এই খাতের কোম্পানিগুলোর মুনাফার উপর ধার্যকৃত কর্পোরেট কর, কর্মচারীদের উপর আরোপিত সামাজিক নিরাপত্তা ও আয় কর, সম্পত্তির উপর আরোপিত কর এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণজনিত ফি সহ তরঙ্গ বরাদ্দ ফি।

একটি হিসেব অনুযায়ী, ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী সরকারি তহবিল গঠনে মোবাইল ইকোসিস্টেমের অবদান প্রায় ৪৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৮ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোবাইল ইকোসিস্টেমের আয় বৃদ্ধি অনুসারে আশা করা যাচ্ছে যে, ২০১৭ সাল নাগাদ সরকারি তহবিল গঠনে এর অবদান বার্ষিক ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সম্ভাব্য আয় হবে ২.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোবাইল ইকোসিস্টেম সরকারের অর্জিত আয়ের একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল উৎস। এমনকি ২০০৮-২০০৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত কর বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিলো ৭ শতাংশ।

টেলিযোগাযোগ খাত এবং বিরূপ কর ব্যবস্থা

বিশ্বের সর্বোচ্চ হারের কর থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক হারে মোবাইল গ্রাহক বৃদ্ধির এক অনন্য উদাহরণ বাংলাদেশ। প্রতিকূল কর নীতি থাকা সত্ত্বেও এই খাতের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এ খাত। এটি যেন পরিবর্তনের নির্মাতা হিসেবে কাজ করছে।

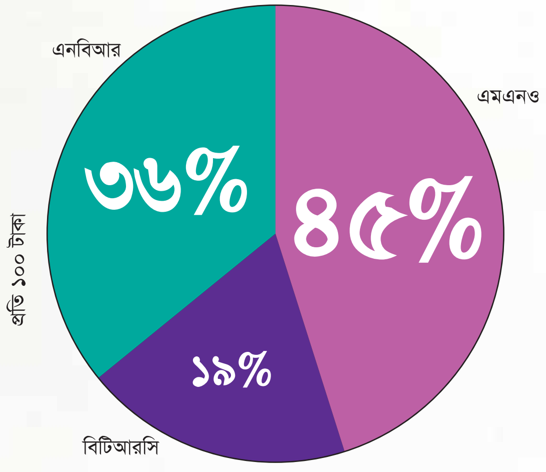

লাইসেন্স ফি ব্যতীত বাৎসরিক গড় অবদান

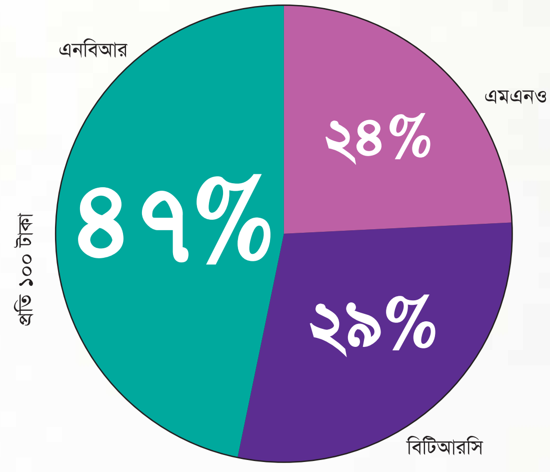

লাইসেন্স ফি সহ সর্বশেষ তিন বছরের গড় অবদান

প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আয়ের বণ্টন

এই খাত বর্তমানে সরকারের রাজস্ব আয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎস। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা দেশের রাজস্ব আয়ে অবদান রেখেই চলেছে, কিন্তু বিনিময়ে পাচ্ছে না কিছুই– না প্রণোদনা, না কর রেয়াত/অবকাশ-এর মতো কোন প্রকার সুবিধা।

সাবস্ক্রাইবার অ্যাকুইজিশন থেকে শুরু করে কর্পোরেট ট্যাক্স পর্যন্ত ব্যবসায়ের প্রতিটি পর্যায়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ওপর নানাবিধ কর ও মূসক আরোপ করা হয়েছে। সব পণ্য ও সেবার উপর ১৫ শতাংশ মূসক ছাড়াও, বর্তমানে নতুন সিম/রিম কার্ডের উপর সম্পূরক শুল্ক এবং মূসক হিসেবে প্রতিটি নতুন সংযোগে ৩০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। নতুন গ্রাহক সৃষ্টিতে এটি একটি প্রধান অন্তরায়, যা প্রবৃদ্ধির ধারাকে ব্যাহত করবে এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক হালনাগাদকরণে বিনিয়োগের পথকে সঙ্কুচিত করবে যার ফলে উন্নতমানের ব্রডব্যান্ড এবং ভয়েস কমিউনিকেশন সেবা কঠিন হয়ে পড়বে।

নানাবিধ বৈষম্যমূলক কর নীতির ফলে দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত।

কর্পোরেট কর, ন্যূনতম শুল্ক, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি যেমন: ব্যাটারি, কানেক্টর ও ক্যাবেল-এর উপর আরোপিত কাস্টমস শুল্ক সহ রয়েছে আরো অসংখ্য কর।

সিম কর অপসারণ

বর্তমানে সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের ১০৯.৯৬ টাকা মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) হিসেবে পরিশোধ করতে হয় এবং প্রতি সিম এবং রিম সরবরাহের জন্য ১৯০.০৫ টাকা সম্পূরক শুল্ক (এসডি) হিসেবে প্রদান করতে হয়। এই মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক সম্মিলিতভাবে সিম কর (৩০০ টাকা) হিসেবে পরিচিত।

যদিও, সিম ট্যাক্স প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ কর, তবুও বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণে অপারেটরগণ গ্রাহকের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে এই কর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। বরং এই শিল্প বিস্তারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি আরো সহজতর করতে নিজেদেরই টাকা পরিশোধ করা ছাড়া অপারেটরদের জন্য আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। তাই সকল অপারেটরদের সিম ট্যাক্সের নামে দিতে হচ্ছে ভর্তুকি কর, যা শুধুমাত্র অপারেটরদের আর্থিক অবস্থার উপরই চাপ সৃষ্টি করছে না বরং সিম বিক্রয় এবং বিতরণের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। মোবাইল অপারেটরগণ সিম ট্যাক্স পর্যালোচনার জন্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে সরকার ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সর্বশেষ বাজেটে সিম ট্যাক্স হ্রাস করে ৩০০ টাকায় কমিয়ে আনে। তবে নিয়ন্ত্রকদের এই পদক্ষেপ গ্রহণের সময় অপারেটরগণ কৃতজ্ঞতার সাথে জোরালোভাবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার কথা বলেন এবং সিম ট্যাক্স সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করলে এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির পথ আরো নিশ্চিত হবে বলে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করেন, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিম ট্যাক্স অপসারণ মোবাইল সংযোগ ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান রাখবে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মোবাইল ফোন ব্যবহারের

১৯৯৭ সাল থেকে ৭১,৮৭০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা

আওতায় আসবে। ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মোবাইল বাজার পৌঁছাবে প্রায় ৯ কোটিতে, ফলে মোবাইল বাজারের বৃদ্ধি ঘটবে ৮৫ শতাংশের বেশি, যা সরকারের বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যপূরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; যেমন- ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ ক্রয়সাধ্য ও ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি, মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে রেমিটেন্স-সহ ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যাংকিংসেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে (মোট জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ) এর আওতায় আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ-সহ আন্তর্জাতিক বাজারে মোবাইল সেবার উপর আরোপিত কর ভারের চিত্র

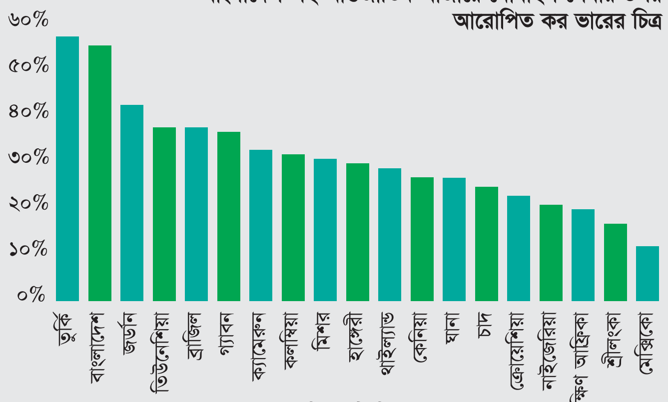

(সূত্র : ডিলয়েটি বিশ্লেষণ)

এছাড়াও, এই খাতের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও আছে যেমন: টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সাহায্য করবে; স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি তথ্য সেবা গ্রামীণ অঞ্চলে আরো সহজে পাওয়া যাবে, পাশাপাশি এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, মোবাইলের প্রসার ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে।

মোবাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি শুধুমাত্র দেশের সকল অংশের মানুষের টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারের পথকে সুগম করবে না, পাশাপাশি ব্যবসায়িক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং মানুষের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ১০ শতাংশ মোবাইল ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পায় ০.৮ শতাংশ থেকে ১.২ শতাংশ (সূত্র: ডিলয়টি, ২০১২)। এছাড়াও, টুজি থেকে থ্রিজির ব্যবহার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি হয় ০.১৫ শতাংশ। দেশের সমগ্র মানুষের হাতে মোবাইল সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকটি বিবেচনা করে এবং থ্রিজি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আগামীতে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতি ১০০ টাকা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৬২ টাকাই আসে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে

বিশ্বের মোবাইল শিল্পখাতে সর্বোচ্চ হারে কর প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

আপাতদৃষ্টিতে সিম ট্যাক্স অপসারণ সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস করলেও, অন্য দিক দিয়ে আয় বৃদ্ধিই করবে এবং সর্বোপরি এর প্রভাব সরকারের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হবে।

সিম ট্যাক্স গ্রাহক বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, যেমন: মোবাইল অপারেটরগণ যখন অ-ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে এবং নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ব্যবসায়িক ব্যয় থেকে সিম ট্যাক্সের ভর্তুকি মূল্য পরিশোধ করে দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, তখন মোবাইল বাজারের প্রবৃদ্ধি দিন দিন সঙ্কুচিত হওয়ার আশংকাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক যুগ সময় ধরে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন খাতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অবদানের পাশাপাশি এর সম্ভাবনাময় দিকের প্রতি আলোকপাত করে বলা যায় যে, এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির পথ আরো প্রসারিত করতে এ খাতের প্রতি সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন।

এই শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকবে, যদি সিম ট্যাক্স অপসারণ করা হয়। এছাড়াও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল অপারেটরগণ গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্ক কভারেজ সম্প্রসারণে সক্ষম হবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জিডিপি'র উপর ইতিবাচক প্রভাব ও মানুষের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত সরকারের নিকট সিম ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে অপসারণের বিনীত অনুরোধ জানায়। এই অপসারণ মোবাইল অপারেটরদেরকে সরকারের রাজস্ব আয়ে আরো বেশি অবদান রাখার সক্ষমতা প্রদান করবে, পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সাহায্য করবে।

অভিন্ন কর্পোরেট কর হার নির্ধারণ

বর্তমানে তালিকাভুক্ত মোবাইল ফোন সেবা প্রদানকারী কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার ৪০ শতাংশ এবং অ-তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ। যেখানে তালিকাভুক্ত সাধারণ কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার ২৭.৫ শতাংশ এবং অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩৭.৫ শতাংশ। উপরন্তু, তালিকাভুক্ত মোবাইল কোম্পানির ২০ শতাংশে বেশি লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর্পোরেট কর রেয়াত দেয়ার বিষয়টিও কার্যকর করা হয়নি।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের জন্য যেখানে ভর্তুকি প্রদান করা হয়, সেখানে উচ্চ হারের করভার প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে, যা উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণকেও কষ্টসাধ্য করে তুলবে।

উচ্চ প্রযুক্তির যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য এবং এই খাতে দেশী ও বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে মোবাইল অপারেটরদের কর্পোরেট কর হার অন্যান্য খাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। কোন আর্থিক প্রণোদনা না থাকা সত্ত্বেও সেলুলার মোবাইল খাত বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

তালিকাভুক্ত মোবাইল কোম্পানি কর্তৃক বেশ ভালো পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা সত্ত্বেও, দেশের সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ১০ শতাংশ কর রেয়াত এখনও কার্যকর হয়নি।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত, তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটরদের ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ এবং অ-তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটরদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়। এছাড়াও, তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটররা ২০ শতাংশ লভ্যাংশ বণ্টন করলে সেক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর রেয়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ধারা যুক্ত করার কথা বলে।

> **প্রতি ১০০ টাকা সরকারি ব্যয়ের ১০ টাকা আসে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে**

ন্যূনতম কর অপসারণ

আয়কর আইন ১৯৮৪ অনুযায়ী, কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মোট আয় যদি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হয়, তবে লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে বছরে মোট আয়ের ০.৫০ শতাংশ কর দিতে বাধ্য থাকবে।

লোকসান হওয়া সত্ত্বেও কর প্রদান করা আইনের উদ্দেশ্য পরিপন্থী এবং লোকসান হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানকে কর প্রদান করতে হলে সেই প্রতিষ্ঠান চলতি মূলধন ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করবেন যে, শুরুর বছরে যখন একটি কোম্পানি মূলধন থেকে কর প্রদান করে তখনই সেই কোম্পানি লোকসানের সম্মুখীন হয়।

বিওআই-কে বৈদেশিক বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যা বর্তমানে কর আইন দ্বারা ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। কোন বছরে মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও, আগের বছরের প্রদত্ত কর সমন্বয় করলেও ন্যূনতম কর প্রদান করা হয়।

টেলিযোগাযোগ কোম্পানিকে লাইসেন্স ফি বাবদ প্রচুর টাকা প্রদান করতে হয় বলে লাভজনক কোম্পানিতে উন্নীত হতে এদের কয়েক বছর সময় লেগে যায়। আর এই লোকসান-কালীনও তাদেরকে ন্যূনতম কর হিসেবে প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হয়।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত ১৬সিসিসি ধারা অপসারণের প্রস্তাব করেছে, যে ধারাটি আয়কর আইনের উদ্দেশ্য পরিপন্থী।

কস্টমস শুল্কের সমন্বয়

মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটররা কমপ্লিট নকড্ ডাউন (সিকেডি) শর্তে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি আমদানি করে আসছে। বর্তমানে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এইচএস কোডের অধীনে আমদানিকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাংশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নিজেদের ইচ্ছামতো পৃথক ও পুনঃশ্রেণিবিন্যাস করছে।

প্রতিটি আমদানিকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাংশে (উদাহরণস্বরূপ– বিটিএস, মিনিলিঙ্ক ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সংযোগ তার প্রয়োজন হয়, যা আরেকটি অংশের সাথে সংযুক্ত করতে এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে চালানোর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

সিকেডি শর্ত সাপেক্ষে আমদানিকৃত টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ থাকে যেমন– ব্যাটারি, তার, ব্যাটারির তাক ইত্যাদি, যা ছাড়া টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (বিটিএস, মিনিলিঙ্ক ইত্যাদি) সক্রিয় ও/বা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা যায় না। এসব প্রয়োজনীয় অংশ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামের সাথে আমদানি করা হয় যা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এসব যন্ত্রাংশ একই এইচএস কোডের অধীনে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম হিসেবে বিবেচনা করা উচিত (দেখুন ব্যাখ্যামূলক নোটস্ (৪র্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠা নং ১৬-২ সাধারণ ব্যাখ্যা)। বিটিআরসি অনাপত্তিপত্র প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করে এসব পণ্য টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির অংশ। এ সম্পর্কে সাধারণ বিধি'র বিধি নং ২(এ) সমন্বিত পদ্ধতির

ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখ করেছে, যার পৃষ্ঠা জিআইআর-২ এ ব্যাখ্যামূলক নোটে দেয়া আছে। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের ব্যাখ্যামূলক নোট অনুযায়ী, এদেশের কাস্টমস মূল্যায়ন ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের বিধি লঙ্ঘন করে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা সুপারিশ করছে যে, বিটিআরসি থেকে এনওসি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সকল প্রকার আমদানিকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ৫ শতাংশ কাস্টমস শুল্ক সহ এসআরও সুবিধার আওতাভুক্ত করা হোক।

সাধারণত সরকার একটি খাতের অবদান বিবেচনা করে আর্থিক (বাজেট) প্রণোদনার ব্যবস্থা করে থাকে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন উদ্যোগ দেখতে পাইনি। অন্তত টেলিযোগাযোগের মতো এমন একটি গতিশীল খাতের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির ধারা ব্যাহত হচ্ছে। আর এর মূল কারণ নিয়ন্ত্রণজনিত চাপ ও উচ্চ হারের করভার। অনাকর্ষণীয় আর্থিক ব্যবস্থার কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ ক্রমশ কমিয়ে আনছে।

দ্রুততার ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ লাইসেন্স নবায়ন/গ্রহণ ফি হ্রাসকরণ

লাইসেন্স নবায়ন এবং তরঙ্গ বরাদ্দ পেতে টেলিযোগাযোগ খাতকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়। ২০১৩ সালের পূর্বে আয়কর আইন ১৯৮৪-এ ব্যয়ের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিলো না। তবে আয়কর আইন ১৯৮৪-এর ধারা ২৯ এ (৮-এ) অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আর্থিক আইন ২০১৩-তে লাইসেন্স ফি হ্রাসকরণ ব্যয় হিসেবে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

উপরন্তু লাইসেন্স ফি পরিশোধের পরিধি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে আয়কর আইন ১৯৮৪ এর তৃতীয় ধারায় সদ্য অন্তর্ভুক্ত ১০এ অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। মোবাইল ফোন আপারেটিং কোম্পানি যথা- গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি এবং সিটিসেল ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর তাদের টুজি লাইসেন্সের তরঙ্গ বরাদ্দ ফি হিসেবে প্রথম কিস্তিতে প্রদান করে ৪৯ শতাংশ, ২০১২ সালের ৩১ আগস্ট ২য় কিস্তিতে ২৯ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ২২ শতাংশ পরিশোধ করে ২০১৩ সালের ৩১ আগস্ট। তরঙ্গ বরাদ্দ ফি ছাড়াও, ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর টেলিযোগাযোগ খাতকে টুজি লাইসেন্স নবায়ন ফি হিসেবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

দেশের হিসাববিজ্ঞানের মান, অনুশীলন, নীতিমালা ও রীতিনীতি অনুযায়ী তরঙ্গ বরাদ্দ ফি-এর মতো লাইসেন্স নবায়ন ফি মূলত মূলধনী ব্যয়। কিন্তু আয়কর আইন ১৯৮৪ এর তৃতীয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত ১০এ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২)-এ লাইসেন্স ফি সম্পর্কিত সংজ্ঞায় এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অতএব, এটি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোকে টেলিকম লাইসেন্স বাবদ শুল্ক প্রকৃত মূলধনী ব্যয় কর হিসাবে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করে না।

যেহেতু কর হ্রাসকরণ সুবিধা গ্রহণের জন্য লাইসেন্স ফি প্রকৃত মূলধনী ব্যয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সেহেতু এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়কর আইন ১৯৮৪ তে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করবে। এই আইনে উল্লেখিত প্রকৃত ব্যয় বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ২০১২ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিনের মধ্যে আয়কর আইন ১৯৮৪ এর তৃতীয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত ১০এ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবরে প্রদানকৃত তরঙ্গ বরাদ্দ ফি'র প্রথম কিস্তি (৪৯%) হতে লাইসেন্স ফি বাদ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। অতএব আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ (৮-এ) নীতিগতভাবে উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি, কারণ তরঙ্গ বরাদ্দ ফি'র মোট পরিমাণ এই ধারার অধীনে উল্লেখ করা হয়নি।

বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট প্রত্যক্ষ করার পর, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলো প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ করার জন্য রাজস্ব নীতি নিয়ে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পর্যালোচনা করে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য দেশগুলো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চ প্রযুক্তির যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পূর্ণ হ্রাসকরণ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিধান জারির মাধ্যমে এনবিআর-এর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। উপরোক্ত দুটি সীমাবদ্ধতা, যা মূলত প্রাসঙ্গিক কারণে ঘটেছে, অপসারণের মাধ্যমে এই বিধানের একটি সম্পূর্ণ আকার দেয়া প্রয়োজন।

আয়কর আইন ১৯৮৪-এর তৃতীয় ধারা কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা/সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পদের মূলধন ব্যয়ের পূর্ণ পরিমাণের জন্য অবচয়/হ্রাসকরণ-এর অনুমতি দেয়।

প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সময়সীমার সীমাদ্ধতা দূর করা উচিৎ, পাশাপাশি লাইসেন্স ফি'র সংজ্ঞায় লাইসেন্স নবায়ন ফি'র বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

ইন্টারনেট মডেমের উপর ধার্যকৃত ভ্যাট মওকুফ

সাম্প্রতিক সময়ে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা পেতে ইন্টারনেট মডেম সব শ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মোবাইল অপারেটর কর্তৃক থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করার পর উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা থাকা সত্ত্বেও ডেটা মডেম-এর অভাবের ফলে ডেটার ব্যবহার প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। আর এর প্রধান কারণ মডেম লেনদেনের সকল পর্যায়ে ধার্যকৃত ভ্যাট, যা অতি দ্রুত বিবেচনায় আনা উচিৎ। বর্তমানে আমদানি পর্যায়ে এটিভি হার ৪ শতাংশ, সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট ৪ শতাংশ এবং গ্রাহকের কাছে বিক্রয় পর্যায়ে ভ্যাট ১৫ অথবা ৪ শতাংশ (২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন সাপেক্ষ)।

ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা ব্যবহারের মাধ্যম হলো মডেম, যা অরো সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটাই সব মানুষের কাছে উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা ব্যবহারের একমাত্র উপায়।

ডেটা মডেমের উপর আরোপিত ভ্যাট মওকুফ করলে এটি সকলের কাছে সাশ্রয়ী হবে, যার ফলে ইন্টারনেটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। এর ফলে বিভিন্ন উপায়ে সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে (ডেটা ব্যবহারের পরিমাণের উপর ভ্যাট, মোট মার্কআপ-এর উপর আয়কর ইত্যাদি)।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ইন্টারনেট একটি অত্যাবশ্যক উপাদান; আজকের দিনে যেকোন কাজের জন্যই ইন্টারনেটের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে, আর এ কারণেই মডেমের মূল্য আরো সাশ্রয়ী করা প্রয়োজন।

জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ অবদান মোবাইল অপারেটরদের

সরকার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেশের ডিজিটালাইজেশনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সহজ করে তুলবে। তাই মডেম যদি আরো সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায় তবে এই ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হবে।

সাধারণ মানুষকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে এর ব্যবহার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট মডেমের তুলনা নেই। মোবাইল হ্যান্ডসেট ভ্যাটের মতোই মডেমের উপর সকল পর্যায়ে আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করা উচিৎ, যা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যপূরণকে ত্বরান্বিত করবে এবং একইসাথে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

আর্থিক সেবার উপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার

বর্তমানে মোবাইল আর্থিক সেবার চার্জ/কমিশনের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য। এই ১৫ শতাংশ ভ্যাট মূলত সেবা গ্রহণকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং উদ্যোক্তা ব্যাংক কর্তৃক জমা দেয়া হয়।

আধুনিক বিশ্বের এক চমৎকার উদ্ভাবন হলো মোবাইল আর্থিক সেবা, যা সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে আর্থিক খাতকে আরো গতিশীল করবে। মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) দেশের বিপুল পরিমাণ ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত জনসংখ্যাকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনকে আরো সহজতর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্বল্প আয়ের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে মোবাইল আর্থিক সেবা জনপ্রিয় এবং সাশ্রয়ী করে তুলতে এর উপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই উৎসাহিত করবে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করার জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক আপারেটররা বরাবরই মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) এর উপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়ে আসছে।

ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা

আয়কর আইন ১৯৮৪ ধারা ৩০ (ই) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যয় অতিরিক্ত ভাতার পরিমাণের মাধ্যমে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করে, তবে বাড়তি টাকা মালিক কোম্পানির অনুমোদিত ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

আর্থিক আইন ২০১০-এ ২.৫০ লাখ টাকার সীমা নির্দিষ্ট করা হয় যা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অপর্যাপ্ত। এ ৪ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। বাড়ি ভাড়া এবং চিকিৎসা খরচকে অতিরিক্ত ভাতা বিবেচনা করা হয় অথচ যা মৌলিক চাহিদা হিসেবে গণ্য। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যার ফলে কর্মচারীদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে হচ্ছে মালিক পক্ষকে। কর্মচারীদের হাতে নগদ বা যেকোনো ধরনের করযোগ্য অর্থ প্রদান এবং আবার অতিরিক্ত প্রাপ্য ভাতার উপর অননুমোদিত অতিরিক্ত কর ধার্য করে যা একই আয়ের উপর দু'বার কর ধার্য করে, আর এটি আইনের উদ্দেশ্য পরিপন্থী।

আয়কর আইনের ধারা ২(৪৫)(আই)-এর সংজ্ঞা পরিবর্তনের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া এবং চিকিৎসা ভাতা অতিরিক্ত ভাতা থেকে বাদ দেয়া উচিৎ। পাশাপাশি গত ৪ বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনা করে আয়কর আইনের ধারা ৩০(ই)-তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে অতিরিক্ত প্রাপ্য ভাতা ৫ লাখ টাকায় উন্নিত করা দরকার।

টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড

ডব্লিউটিআইএসডি ২০১৪

গতিশীল টেকসই প্রবৃদ্ধিতে ডিজিটাল উন্নয়ন একটি রূপান্তরযোগ্য হাতিয়ার। এর পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এবং সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য সাশ্রয়ী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দি ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস)-এ স্বীকৃত হয় যে, বিস্তৃত পরিসরের সেবা ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহ সরবরাহ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান ও নতুন ব্যবহারকারী উভয়ের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ায় ব্রডব্যান্ডের সক্ষমতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে, টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্রডব্যান্ডের সহজলভ্যতার বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে আইটিইউ ও ডিজিটাল উন্নয়নে ব্রডব্যান্ড কমিশন নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সামনে রেখেই বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস (ডব্লিউটিআইএসডি-২০১৪) এর এবারের মূল প্রতিপাদ্য "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড" করা হয়েছে, যা আইটিইউ কাউন্সিল অনুমোদিত আদেশনামা ৬৮ মোতাবেক গৃহীত।

১৭ মে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যত্র বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। ১৯৮৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন-এর বার্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই দিবসটি উদ্‌যাপন শুরু হয়, যা পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আইটিইউ-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিবছরই যথাযথ গুরুত্বসহকারে দিবসটি উদ্‌যাপন করে থাকে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দিবসটির বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে এ বছর খুলনায় ডব্লিউটিআইএসডি উদ্‌যাপিত

হবে। ডব্লিউটিআইএসডি ২০১২ উদ্‌যাপিত হয় বন্দর নগরী চট্টগ্রামে।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে মূল প্রতিপাদ্যের ওপর সেমিনার আয়োজন, র‌্যালি এবং রোডশো-সহ বিশদ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

ইতোমধ্যে এ উপলক্ষ্যে আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামাদুন আই. টরে এক বিশেষ বার্তায় বলেন যে– আইটিইউ সবসময় টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার এবং ফিক্সড-লাইন প্রযুক্তির বিস্তার অব্যাহত রাখার মতো দ্বৈত লক্ষ্যের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জসমূহ যেমন– জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মতো আরো অনেক বিষয়ের গুরুত্বারোপ অব্যাহত রেখেছে আইটিইউ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য টেকসই উন্নয়নের এই তিনটি স্তম্ভ অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার হলো ব্রডব্যান্ড নির্ভর আইসিটি নেটওয়ার্ক।

আইটিইউ সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ হামাদুন আই. টরে

ড. টরে বলেন, "ব্রডব্যান্ড গবেষণা ও উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং সেবা ও অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল শূন্যস্থানগুলো সনাক্তকরণ; ব্রডব্যান্ডের জন্য বেতার তরঙ্গ বণ্টনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ, সার্বজনীন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা এবং উদ্ভাবনী অর্থায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ; এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল রাজ্যের ছোট দ্বীপগুলোতে ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ করতে নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য আমি আমাদের সহযোগী– সরকার, শিল্পখাত, প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের আহ্বান জানাই।"

ডব্লিউটিআইএসডি ২০১৪-এর জন্য নির্ধারিত "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড" প্রতিপাদ্য বিষয়টি ব্রডব্যান্ড সংযোগের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিকে আরো জোরদার করবে এবং বিষয়বস্তু ও ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিবেশ এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক সহায়তা করবে। এই দশকের শেষ নাগাদ আনুমানিক মোবাইল ব্রডব্যান্ড গ্রাহক ১০০০ কোটিতে পৌঁছাতে পারে এবং ফাইবার অপটিক তারের উপর ৯০ শতাংশের বেশি ইন্টারন্যাশনাল ডেটা ট্রাফিক সঞ্চালিত হবে। আইটিইউ টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্রডব্যান্ড বিষয়াদির পাশাপাশি আইটিইউ ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন (আইএমটি) ভিত্তিক মোবাইল ব্রডব্যান্ডের স্থাপন সমর্থনে এবং ফিক্সড-লাইন প্রযুক্তি অব্যাহত রাখার দ্বৈত লক্ষ্য অর্জনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। মোবাইল টেলিফোনি, ফাইবার অপটিকস এবং এক্সেস স্ট্যান্ডার্ড যেমন- ডিএসএল এর জন্য আইটিইউ মান এবং বেতার তরঙ্গ সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অর্জন, মূলত সার্বজনীন প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি।

এই কাজের বিবর্তনকে পরিপূর্ণ করে এর মূল কার্যক্রমগুলো। এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ এবং ওশানোগ্রাফিক রাডার, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গ্রিন স্ট্যান্ডার্ড এবং স্মার্ট ইন্টারভেনশনস উন্নয়ন এবং এম-পাওয়ারিং উন্নয়ন ইত্যাদি।

ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ টেকসই আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আইসিটি-কে উদ্ভাবনী শক্তি অর্থাৎ বিতরণী যান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মানুষের কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যার ফলে সুনিশ্চিত হয় সকলের সুন্দর আগামী– সে বিষয়ে মানুষকে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাইহোক, ২০২৫ সালের মধ্যে সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতকরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এদেশের; আর তাই আইটিইউ-এর এবারের মূল প্রতিপাদ্য "টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্রডব্যান্ড" খুবই গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা উচিত।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন

বাংলাদেশে ১৭ বছরের পুরনো জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি)-এর পুনঃপর্যালোচনা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নিরিখে, আমরা ২০২১-এর স্বপ্নপূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে, আমরা এখন ফোরজি/এলটিইউ যুগে বাস করছি। কিন্তু আমাদের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এখনও সেই ১৯৯৮ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

যদিও ১৯৯৮ সালের নীতিমালা থেকে আমরা এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি তা নিয়ে আমাদের ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এই নীতিমালা যে প্রযুক্তিগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ উলেখ্য যে- ১৯৯৮ সালের নীতিমালার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল "২১ শতকের প্রথমাংশে টেলিঘনত্ব হবে প্রতি ১০০ জনে ১০টি টেলিফোন"। কিন্তু, বর্তমানে টেলিঘনত্ব পৌঁছেছে ৬০ শতাংশেরও বেশি।

বিদ্যমান নীতিমালাটি ১৯৯৮ সালে প্রণয়ন করা হয় মূলত এই খাতকে স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে টেলিযোগাযোগ সেবা হিসেবে কিছু মূল্য সংযোজন সেবা (ভিএএস) পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে। নীতিমালায় তথ্য সেবাকে ভিএএস সার্ভিস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা বর্তমানে সাধারন টেলিযোগাযোগ সেবা হিসেবে পরিচিত। ইতোমধ্যে মোবাইল টেলিযোগাযোগ অধিকাংশ বাংলাদেশীর কাছে যোগাযোগের সাধারণ উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে পূর্বে যা মূল্য সংযোজন সেবা (ভিএএস) হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তা বর্তমানে সাধারণ টেলিযোগাযোগ সেবা হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বিদ্যমান নীতিমালার অধিকাংশ লক্ষ্যই ইতোমধ্যে অর্জিত হয়ে গেছে, সুতরাং আগামী দিনগুলোর চাহিদা পূরণে এ নীতিমালা নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব।

১৯৯৮ সালে যখন নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হয় তখনকার প্রেক্ষাপটে হয়তো তা সঠিক ছিল, কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মোবাইল খাত বা ইন্টারনেট সেবা কোনো ক্ষেত্রেই আলোকপাত না করা এই নীতিমালা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং, যত দ্রুত সম্ভব এ নীতিমালার সংশোধন ও পুনঃপর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার লক্ষ্য হবে পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর স্বপ্নপূরণে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

দেশের নতুন সরকারের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে একটি নতুন নীতিমালার মাধ্যমে এ খাতটিতে পুনরায় গতি সঞ্চার করার, যে নীতিমালা দিক নির্দেশক হিসেবে এ খাতটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

টেলিযোগাযোগ খাত আশা করে যে, সংশোধিত নীতিমালায় এমন বিধান যুক্ত করা হবে যাতে আগামীদিনের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ব্রডব্যান্ড ও ডেটা কার্যকর অবদান রাখতে পারে। প্রযুক্তির সমকেন্দ্রিকতা, নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস, প্রযুক্তি ও সেবার নিরপেক্ষতা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা– সংশোধিত নীতিমালায় এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে।

এছাড়া ব্যাংকিং, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নীতিমালার সাথে টেলিযোগাযোগকে অঙ্গীভূত করাও অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই পরস্পরনির্ভরতায় সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং নীতিমালা যেন এই ধরনের সেবা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

মূল নীতিমালায় লাইসেন্সিং নীতি বিষয়ক সমস্যাগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। লাইসেন্সিং নীতিমালার অধীনে অকার্যকর নীতি অপসরণ, সরলীকরণ, নিরপেক্ষতা ও একত্রিকরণ, বেসরকারি ও বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ দান ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত নীতিমালাতেও স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, আস্থা, সুস্থ প্রতিযোগিতা, সবার জন্য সমান সুযোগ এবং বাণিজ্যিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এর পাশাপাশি গ্রাহকের জন্য সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করা, মানসম্মত সেবা (কিউওএস) প্রদান করা, অভিযোগ তদারক ও অভিনবত্বের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন (বিটিআরএ)-এর বিধিমালা

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা প্রণয়নে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রক্রিয়াটি দ্রুত শুরু করতে নিয়ন্ত্রকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের খুব অল্প কিছু আইনের মধ্যে টেলিযোগাযোগ আইন একটি যার অধীনে কোন বিধিমালা নেই। প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতার মাধ্যমে আইনের বিধিবিধান কার্যকর করলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকার, গ্রাহক এবং অপারেটর সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে।

আইনের বিধি প্রণয়ন নিশ্চিতভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়াবে, পাশাপাশি একটি উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক আইন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। শুধুমাত্র আইনি বিধানের মাধ্যমে এমওপিটি এবং আইটি-এর এই পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের এর চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না। এছাড়াও, সরকারের অর্জিত সাফল্যের স্মারক হবে এটি।

তরঙ্গ বরাদ্দের রোডম্যাপ

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, তরঙ্গ বরাদ্দ এবং ধার্য সংক্রান্ত কিছু পথনির্দেশক নীতি নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য তরঙ্গ সুরক্ষিত করতে জাতীয় পর্যায়ে তরঙ্গ বরাদ্দ রোডম্যাপ-এর কাজ শুরু করা অত্যন্ত জরুরি।

নেটওয়ার্ক মূলধনী ব্যয় বিনিয়োগের সাথে তরঙ্গ প্রাপ্যতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর এর ফলশ্রুতিতে সেবার মূল্য বেড়ে যাবে ও মান কমে যাবে এবং বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের গতিশীলতা কমে আসবে।

আইটিইউ-এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১০ সালে জাতীয় তরঙ্গ বন্টন পরিকল্পনা (এনএফএপি) সংশোধন ও হালনাগাদ করা হয়েছিল। সংশোধিত এনএফএপি নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল যে, এখন থেকে নীতিমালা অনুযায়ী তরঙ্গ বন্টন করা হবে।

তরঙ্গ বরাদ্দ রোডম্যাপ প্রস্তাবনায় মোবাইল খাতের জন্য কোন কোন ব্যান্ডস সংরক্ষণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এবং সঠিক বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ তরঙ্গ বরাদ্দের সময় পরিকল্পনা উল্লেখ করবে। এছাড়াও কিছু মূল্যবান তরঙ্গ মুক্ত করার জন্য বিদ্যমান বরাদ্দের অসংগতিগুলো তুলে ধরতে হবে এবং সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে হবে। প্রস্তাবনায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে: একটি যথাযথ পূর্বাভাস মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ১০ বছরে তরঙ্গ বরাদ্দের চাহিদার পূর্বাভাস, মোবাইল খাতের জন্য সুপারিশকৃত তরঙ্গের ব্যান্ডস এবং বিদ্যমান মূল্যবান ব্যান্ডস-এর পুনর্বিন্যাস/পুনর্বণ্টন।

বর্তমান টেলিযোগাযোগ আইনটি ২০০১ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে আইনটিতে সংশোধন আনা হয়, কিন্তু এরপরও এটি সেই পুরনো লক্ষ্যকেই ধরে রেখেছে। বর্তমান নীতিমালা বলে যে, সরকার একটি টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করবে। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি কমিশন ১২ বছর ধরে কাজ করছে।

নতুন সরকারের যাত্রার শুরুতেই এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এমন একটি নীতিমালা প্রণয়নের এখনই উপযুক্ত সময়

বিদ্যমান নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একটি বলিষ্ঠ প্রাইভেট খাত প্রতিষ্ঠা করা। শুরুটা সেরকম হলেও এর বর্তমান চিত্র একেবারেই ভিন্ন। জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালাকে সহযোগিতা করতে এখন এদেশে প্রয়োজন একটি টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ।

সর্বোপরি, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস (আইএলডিটিএস) নীতিমালারও পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন।

জাতীয় রাজস্ব আয়ে ব্যাপক অবদান রাখা, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনা এবং কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের নির্মাতা বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হলে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার পুনঃপর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইসিটি, ব্রডব্যান্ড, ব্রডকাস্টিং, মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক বাণিজ্য সহ সামঞ্জস্যপূর্ণ টেলিযোগাযোগ নীতিমালার সুপারিশ করে যাচ্ছে সবসময়।

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪

একটি যুগান্তকারী বৈশ্বিক আয়োজন

স্পেনের বার্সেলোনায় আয়োজিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪-এ ২০১টি দেশের ৮৫,০০০ পরিদর্শকের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে মোবাইল শিল্প খাত গড়লো আরেকটি নতুন রেকর্ড। ৮৫,০০০ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৮০,০০০ জনই মূল ভেন্যু ফিরা গ্র্যান ভিয়া-তে অংশ নেন এবং বাকিরা ফিরা মন্টজুইক-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪ এক বিস্ময়কর সফল আয়োজন। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিপুল সমাগমে জমজমাট এই আয়োজন প্রতিবছরই ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার অতীত রেকর্ডকে, আর এটা প্রমাণ করে যে মোবাইল আমাদের জীবনের সাথে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমন একটি গতিশীল ও প্রেরণাদায়ক শিল্পের সাথে যুক্ত থাকতে পারা সত্যিই আনন্দের।

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের ৯৮,০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে প্রদর্শনী এবং আতিথেয়তা স্থানে ১,৮০০-এরও অধিক প্রতিষ্ঠান তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য এবং সেবা প্রদর্শন

মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস-এ কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশনস অর্গানাইজেশন-এর সেক্রেটারি জেনারেল টিম আনউইন এর সাথে আলোচনা করছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মো. আবুবকর সিদ্দিকী

করে নতুন রেকর্ড গড়ে। কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য নানা বিষয় তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন ৩,৮০০-এরও অধিক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও এ শিল্পের বিশষজ্ঞরা।

চার দিনের এই সম্মেলন এবং প্রদর্শনী বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তর ও প্রভাবশালী অপারেটর কোম্পানি থেকে আগত কর্মকর্তা, সফটওয়্যার কোম্পানি, সরঞ্জাম সরবরাহকারী, ইন্টারনেট কোম্পানি এবং অন্যান্য শিল্পখাত যেমন– অটোমোটিভ কোম্পানি, আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ সারা বিশ্ব থেকে আগত সরকারি প্রতিনিধিদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। এ বছর ৪,৫০০ জনেরও বেশি সিইও সহ ৫০ শতাংশ সি-লেভেল অবস্থানের অংশগ্রহণকারী এবং ১৮ শতাংশ নারী উপস্থিত ছিল মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে।

সম্মেলনে 'মোবাইল ওয়ার্ল্ড লাইভ' শীর্ষক কর্মসূচিতে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মার্ক জুক্যারবার্গ এবং আইবিএম-এর চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ভার্জিনিয়া রোমেট্টি। এছাড়াও অ্যালকাটেল-লুসেন্ট, আমেরিকা মোভিল, বিটকয়েন ফাউন্ডেশন, সিসকো, সিটিগ্রুপ, কানেকথিংস, ইএমসি কর্পোরেশন, ইতিসালাত গ্রুপ, ফোর্ড মোটর কোম্পানি, ইসিস, জাসপার ওয়্যারলেস, কাকাও কর্পোরেশন, কেডিডিআই, লুকআউট, মিলিকম, এনটিটি ডোকোমো, রাস্পবেরী পিআই ফাউন্ডেশন, শাযাম ইন্টারটেইনমেন্ট, শহমোজে, সিংটেল, এসকে প্লানেট, টেলি-টু গ্রুপ, ভিয়াকম ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং হোয়াটসঅ্যাপ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ-সহ আরো অনেকেই মূল আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

জিএসএমএ-এর মন্ত্রী পর্যায়ের কার্যক্রমেও রেকর্ড পরিমাণ উপস্থিতি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে ৭৪ জন মন্ত্রী সহ ১৬০টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি এবং আন্তঃসরকারি সংস্থার সাথে বৈঠক হয়। মন্ত্রী পর্যায়ের এই কার্যক্রমটি সারা বিশ্বের মোবাইল খাত উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণজনিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে সরকার, নিয়ন্ত্রকগোষ্ঠী এবং এ শিল্পে নেতৃস্থানীয়দের একত্রিত করেছিল।

"ন্যাশনাল এক্সপেরিয়েন্স ইন স্পেক্ট্রাম লাইসেন্স রিনিউয়াল" শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনিল কান্তি বোস

বাংলাদেশ থেকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মো. আবুবকর সিদ্দিক, আইসিটি বিভাগের সেক্রেটারি মো. নজরুল ইসলাম খান, বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪-এ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও বেশকিছু সংখ্যক সি-লেভেল কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বড় প্রতিনিধিদল এবারের কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

চার দিনব্যাপী মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সম্পৃক্ত শহরটি ১৭,০০০ পরিদর্শকের সর্বাধিক আকর্ষণের বিষয় ছিলো। অপারেটর সহযোগী এটিঅ্যান্ডটি, ডয়েচ টেলিকম, কেটি এবং ভোডাফোন এ শহরে বেশকিছু চমৎকার মোবাইল সেবা প্রদর্শন করে। এর মধ্যে ছিল– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রিটেইল, পরিবহণ, স্মার্ট সিটিস এবং অন্যান্য নানা সেবা। শহরের অনেকগুলো আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল পিএবিএ-এর সংযুক্ত বাস্কেটবল দলটির পরিবেশনা, পারফরম্যান্স নিয়ন্ত্রণ ও ডেটা ব্যবস্থাপনার জন্য যাদের পরনে ছিল সিটেজেন সাইন্সেস স্মার্ট সেন্সিং জার্সি। এছাড়া ছিল ব্লুটুথ ৪.০ সংযুক্ত ওরাল-বি এর ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশ, যেটি মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে উদ্বোধন করা হয়।

২০১৪-এর এই আয়োজনে এনএফসি (নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন)-এর অভিজ্ঞতা উপভোগের সুযোগ ছিল। অংশগ্রহণকারীদের জন্য এনএফসি-সক্রিয় ডিভাইসের সাথে বেশ কিছু সেবা আফার করা হয়, যেমন– এনএফসি ব্যাজ, খাদ্য সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং, পুরো ইভেন্টের তথ্য এবং ডাউনলোডযোগ্য উপাদান ইত্যাদির পাশাপাশি অন্যান্যের মধ্যে ছিলো সর্বশেষ এনএফসি পণ্য ও সেবা। দশ হাজার অংশগ্রহণকারী এনএফসি ব্যাজ ব্যবহার করেন এবং সমগ্র ফিরা গ্রান ভিয়া জুড়ে প্রায় ৫১,০০০ এনএফসি ট্রানসাকশন হয়। ২০১৩ সালে এনএফসি ব্যাজের সাফল্যের পর বয়গেজ টেলিকম, ভারতী এয়ারটেল, ডায়ালগ, ইটিসালাত, কেটি কর্পো., অরেঞ্জ, টাটা এবং টেলস্ট্রা'র গ্রাহকগণ তাদের মোবাইল অপারেটরদের পরিচিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আগামীতে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

জিরো কার্বন কৃতিত্ব নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সম্মেলনের স্বীকৃতি পাবে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৪। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পিএএস ২০৬০ মানদন্ডের মাধ্যমে কার্বন নিরপেক্ষ হিসেবে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে

"ন্যাশনাল এক্সপেরিয়েন্স ইন মোবাইল আইডেনটিটি" শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন এমওআইসিটি ডিভিশন সেক্রেটারি মোঃ নজরুল ইসলাম খান

জিএসএমএ-এর স্বীকৃতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জন করতে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে কার্বনের উপস্থিতি কমাতে জিএসএমএ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং যেকোন কার্বন নির্গমন বন্ধ করতে কার্বন ক্রেডিট ক্রয় করেছে, চীনে একটি হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পে বিনিয়োগ, ভারতে একটি বায়ুশক্তি প্রকল্প এবং কেনিয়ায় একটি জিওথারমাল এনার্জি প্রকল্প স্থাপন করছে।

'মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০১৫' আগামী ২০১৫ সালের ২–৫ মার্চ ফিরা গ্র্যান ভিয়া-তে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৮৭ সালে স্পেনের বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস যাত্রা শুরু করেছিল।

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

মানিক মিয়া এভিনিউতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী আল্পনাচিত্র "আল্পনায় বৈশাখ ১৪২১" এর মাধ্যমে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেয় এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড এবং প্রথমআলো

রূপসী বাংলা'য় গণমাধ্যম সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ভিমপেলকম-এর সিইও জো লুন্দার এবং বাংলালিংক-এর সিইও জিয়াদ শাতারা। আরো উপস্থিত ছিলেন ভিমপেলকম-এর গ্রুপ কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ববি লিচ এবং বাংলালিংক-এর চীফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাব আহমেদ। বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক-এর মূল কোম্পানি ভিমপেলকম-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জো লুন্দার এক আনুষ্ঠানিক সফরে ৩১ মার্চ–১ এপ্রিল, ২০১৪ বাংলাদেশে অবস্থান করেন

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

২ এপ্রিল, ২০১৪ জয়েন্ট ইউথ ক্যাম্পেইনের 'পেপার ফর পিপলস' শীর্ষক সমঝোতা চুক্তি আরো এক বছরের জন্য নবায়ন করল নিউ এজ এবং সিটিসেল। সিটিসেল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মেহবুব চৌধুরী এবং নিউ এজ-এর সম্পাদক জনাব নুরুল কবীর সিটিসেলের প্রধান কার্যালয়ে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন

উদ্বোধনের ছয় মাসের মধ্যে গ্রামীণফোনের থ্রিজি নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা শহরে

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

রবি

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আজিয়াটা সিনিয়র লিডারশিপ ফোরাম অ্যাওয়ার্ডস ২০১৩-এ বছরের সেরা অপকো পুরস্কার অর্জন করে রবি

TeleTalk
আমাদের ফোন

থ্রিজি ও বাউল মেলা উপলক্ষ্যে খুলনা শহরে টেলিটকের শোভাযাত্রা

এমটব
সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম

এমপ্লোয়ি এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামে উপস্থিত এরিকসন ম্যানেজমেন্ট টিম

হুয়াউই বাংলাদেশের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মি. বেকার ঝু-এর পরিচালনায় হুয়াউই বাংলাদেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ঢাকার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য শপথ গ্রহণ করেন

টিম বিল্ডিং কার্যক্রমে জেডটিই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

এন টি এম সি সেমিনার

এনটিএমসি আয়োজিত "ডিফিকাল্টিস্ ইন ইমপ্লিমেন্টিং লফুল ইন্টারসেপশন (এলআই)" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

এনটিএমসি আয়োজিত "ডিফিকাল্টিস্ ইন ইমপ্লিমেন্টিং লফুল ইন্টারসেপশন (এলআই)" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এমটব সদস্যবৃন্দ

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
বাসা ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। বাসা ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd